দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2.9 JAN 1997... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১...

- শূন্য ঘরে বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করঃ (i) —লি—শন, (ii) এ—চ (iii) —লোয়া।
- শেষে স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ আছে, এমন দুই অক্ষরের ৪টি শব্দ লিখ।
- M দিয়ে শুরু চার অক্ষরের ৩টি শব্দ লিখ।
- শূন্য ঘরে বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি কর (i)—o—, (ii) T—a—h—r, (iii) T—ai—।
- শালিক ইংরেজির শেষ বর্ণটি দিয়ে ইংরেজিতে ৪ অক্ষরের একটি শব্দ তৈরি কর।
- য় ৎ ং প্রতিটি বর্ণ দিয়ে ৫টি করে শব্দ তৈরি কর।
- Write five words, those words begin with 'W'

স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা বন্ধ হবে কবে?

এ এন রাশেদা

যুবক, প্রৌঢ় বৃদ্ধ লিঙ্গভেদে যে অবস্থারই পাঠক হোন না কেন— প্রশ্নগুলো নিজেদের সমাধান করতে সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখুন। এবং এ ধরনের প্রশ্নের যৌক্তিকতার কথাও ভাবুন। ঢাকা শহরের তথাকথিত নামকরা স্কুলসমূহে ১ম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু শিশুদের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এমন হাজার খানেকের বেশি প্রশ্ন গলাধঃকরণ করানোর করা চেষ্টা হয়েছে। এগুলো সামান্য নমুনা মাত্র। আর এসব প্রচেষ্টা চলে হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ভর্তি কোচিং-স্কুলসমূহে।

যারা শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন তারা যে শিশুদের শিক্ষাজীবন শুরুর পথে এ ধরনের অসহায় অবস্থায় পড়ার খবর জানেন না তা নয়। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি সে কথা বলাও আমার উদ্দেশ্যে নয়। তবু ঢাকা শহরের কিছু অভিভাবকের বিনিদ্র রজনী যাপনের নিদারুণ অবস্থা দেখে কিছু লিখতে উদ্বুদ্ধ হলাম। এরকম অবস্থা সব জেলা শহরেরও।

রাজধানী ঢাকায় সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা নাকি ২৭৩টি— এর মধ্যে মাত্র ২৪টি সরকারি। যে ৭/৮টি সরকারি স্কুল ভাল বলে পরিচিত তার কারণ হলো শিক্ষার্থীদের মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তি। বেশিরভাগ অভিভাবকেরই অভিযোগ, স্কুলে পড়াশুনা হয় না স্যারদের বাসায় যেয়ে পড়তে হয়; স্কুলে যদি পড়াশুনা না হয় তাহলে সেসব স্কুলকে ভাল না বলে আমি 'তথাকথিত' শব্দটি ব্যবহার যুক্তিযুক্ত মনে করি— কেউ আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন, তবে বাস্তবতা তাই।

যাহোক, যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম তা হলো শিক্ষা গ্রহণ যদি সকল নাগরিকের অধিকার হয়ে থাকে যা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত— তাহলে এসব ভর্তিচ্ছু শিশুদের পরীক্ষার নামে হয়রানি করা কেন? আর এর হাত থেকে পরিত্রাণের পথ কি? তা নিয়ে ভাবনার দাবি অগ্রাধিকার যে পাবে— এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। তবে পত্রপত্রিকায় যে ৭/৮টি স্কুলকে ভাল বলে প্রচার করা হয় বা অধিকাংশ অভিভাবক যা ভাবেন তার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করে বলতে চাই যে, মেধা তালিকায় স্থান না পেলেও হয়তো অনেক প্রতিষ্ঠানই আছে যেখানে শিক্ষাদান হয় এবং শিশুদের গড়ে তোলার চেষ্টাও করা হয়, সব খবর সবার হয়তো জানা হয় না। এবং যেহেতু মেধা তালিকার মত একটি মুলো শিক্ষার্থীদের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থায়—সে কারণে শিশুদের সত্যিকার অর্থে গড়ে তোলার বা তাদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী না করে শিক্ষাকে বোঝায় পরিণত করা হয়েছে। আর তাই শিক্ষার্থী নিজে বাক্য গঠন করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারার যোগ্যতা অর্জন না করে অন্যের দুরূহ লেখা শুধুমাত্র মুখস্থ করার জোরের মাধ্যমে মেধা তালিকা দখলের যুদ্ধে সর্বক্ষণ জড়িয়ে থাকছে।

ভাল স্কুল, মন্দ স্কুল বিভাজনের এটিও একটি কারণ। এছাড়াও অন্যান্য কারণ তো আছেই— শিক্ষার উপকরণ, স্কুলের পরিবেশ ইত্যাদি নানাবিধ কারণ। তবে ভাল এবং মন্দ শিক্ষক সব প্রতিষ্ঠানেইআছেন— এ ধরনের হাজারও বিবেচনা করার পরও যেকোন অভিভাবকই চান— তাদের সন্তান একটি 'ভাল' স্কুলে পড়ুক। এ আকাঙ্ক্ষা মোটেও অনভিপ্রেত নয়। তবে অনভিপ্রেত হলো— শিশুর হয়রানি এবং মানসিক নির্যাতনের মধ্যে নিপতিত হতে দেখা। যে শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু করা অবশ্য পালনীয়—তাকে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন যুক্তিতে মেলানো যাবে না। তাহলে উপায়টা কি?

বর্তমান সরকার দীর্ঘ ২১ বছর পরে ক্ষমতায় আরোহণকরেছেন— তারা বলতেই পারেন আমরা সবে এসেছি, নিয়মনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। শিক্ষাদান যেখানে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সেখানে ঢাকা শহরেই ২৭৩টি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের জায়গায় সরকারিভাবে পরিচালিত মাত্র ২৪টি স্কুল। এক অর্থে বাদবাকি শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব সরকারের নেই, আবার আছেও। বেসরকারি বলে পরিচিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০% সরকার প্রদান করে এবং ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া এবং ১৫০ টাকা চিকিৎসা ভাতা— এই দিয়েই কি একজন শিক্ষক সম্মানজনকভাবে বাঁচতে পারে? এবার ৮০ শতাংশের হিসেবটি শোনা যাক— একজন বিএ পাস শিক্ষক সরকারি অংশ পান ১৭২৫/-, বিএড শিক্ষক ২৩০০/- এবং প্রধান শিক্ষক ৩৩৬০/- টাকা। সচ্ছল স্কুল বাকি ২০% অংশ দিতে পারলেও সব স্কুল তা পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নত এবং প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষক না পাওয়ার পেছনে এ কারণগুলো যে অবশ্যই যুক্ত— বর্তমান সরকার তা যত তাড়াতাড়ি বুঝে উঠবেন ততই শুভ সূচনার দিকে যাত্রা ত্বরান্বিত হবে মাত্র।

শিক্ষাব্যবস্থার ঘনীভূত সমস্যার মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষানীতি নিয়ে শিক্ষা কমিশন ভাববেন, প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন কমিটিও ভাববেন। একজন সামান্য ব্যক্তি হিসেবে আমারও দু'একটি ভাবনা যুক্ত করতে চাই। আর তার প্রথম ভাবনাটি হলো— এসব শিশুদের শিক্ষাজীবন শুরুর আনন্দময় মুহূর্তে ভর্তি নামক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে এবং শিক্ষা গ্রহণকে করতে হবে আনন্দময়।

বিগত সরকারের সময় একবার সচিবালয়ে শিক্ষাসচিব আহূত এক সভায় সভা শুরুর প্রারম্ভে আলাপচারিতায় বলেছিলাম—এলাকা ভিত্তিতে শিশুদের ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারার দিকে আমাদের যেতে হবে। আমার কথা শেষ না হতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈকা মহিলা কর্মকর্তা বারুদের মত ফেটে পড়েছিলেন। এর কারণ বুঝেছিলাম এবং সাথে সাথেই জেনেছিলাম তিনি বহু দূরে থাকলেও সরকারি বাহনে তার কন্যা দূরের স্কুলে পড়ার সুযোগটি গ্রহণ করছে এবং এভাবে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে সবাই সব অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। ভাল স্কুল নেই কাছে— তাই দূরের স্কুল। অথচ মন্ত্রণালয়ে যারা কর্মরত এবং দীর্ঘ ২১ বছর ধরে যে সামরিকতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্র দেশে বিরাজমান ছিল তার সুবাদে পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের সুযোগ অনেকেরই হয়েছিল। সেখানে কি তারা দেখেননি যে সেখানে যে এলাকার শিশু সে এলাকাতেই তার পড়ার ব্যবস্থা আছে। আর নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া সে অন্যত্র ভর্তির সুযোগ পায় না। এতে তো শুধু অভিভাবকরাই দুশ্চিন্তামুক্ত হন তা নয়—পথগুলো তো হাজার গাড়ির অস্বাভাবিক জ্যাম, পেট্রোল খরচ এবং দূষণের হাত থেকেও রক্ষা পায়। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সকল উন্নতিই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি সঠিকভাবে শিক্ষাদান না হয়, তার কুপ্রভাব যে সমাজে কতভাবে বিস্তৃত এবং শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে পড়ে— তার একটি প্রমাণ তো উপস্থিতেইদিয়েছি— ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা 'শিশু নির্যাতন কেন্দ্র' এর একটি মাত্র।

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু শিশুদের তো এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার কথা না— ভর্তি হয়ে শেখার কথা। কেউ কেউ বলবেন— অনেকেই তো ভর্তি হতে চায়? তাহলে উপায়টা কি? এর জন্য খুব বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশেই বিদ্যমান অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিয়েছে হলিক্রস স্কুল। তারা যেসব শিশু বেশি জানে তাদের বাদ দিয়ে যারা জানে না সেই শিশুদের লটারির মাধ্যমে ভর্তি করিয়ে নেয়। যতদিন পর্যন্ত সব স্কুলকে শিক্ষাদানের এবং পরিবেশগত দিক দিয়ে মোটামুটি কাছাকাছি পর্যায়ে আনার জন্য সরকার নজর দিতে না পারবে— ততদিন পর্যন্ত এলাকা ভিত্তিতে ভর্তির সুপারিশের চাইতে লটারির মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা মন্দ নয় বলে মেনে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা না।

১৯৯১ সালের ২৩শে জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করা এক শিশু এবার প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে মোট ৮টি স্কুলে (লটারির স্কুলসহ)। ভর্তি পরীক্ষায় টিকেছে ২টি স্কুলে। এক স্কুলে প্রশ্নপত্রে ছিল উটপাখির ইংরেজি কি? পূর্বে শেখা না থাকায় বুদ্ধি খাটিয়ে সে লিখেছে Camel bird, ভেড়ার মাংসের ইংরেজি- Ram meat, ইত্যাদি। এই শিশুর মধ্যে যে সৃজনশীলতা নেই সে কথা কে বলবে? এরকম সব শিশুর মাঝেই আছে স্বকীয়তা, সৃজনশীলক্ষমতা— কিন্তু আমরা তাদের বেড়ে উঠার আগেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করে মানসিকভাবে দুর্বল ও পঙ্গু করে দিচ্ছি না কি?

দু'বছর আগে অনেকটা শিক্ষা সচিবের নির্দেশেই কলেজে ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দেয়া হল। এ শুধু উচ্চ মাধ্যমিকেই নয়। তা প্রতিষ্ঠা করা হলো অনার্স পর্যায়ের ভর্তির ক্ষেত্রেও। যেখানে সারাদেশে নকলের ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা হয় দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সেখানে তার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাপ্ত নম্বরে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি তো কারুরই কাম্য ছিল না। তবে জানা গিয়েছিল কোচিংয়ের রমরমা ব্যবসা বন্ধের জন্য তা করা হয়েছিল। কোচিং ব্যবসার কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝেই নিহিত। শিক্ষকতা পেশা অসম্মানজনক হওয়ার কারণে এই পেশায় মেধাবীদের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং সে কারণেই এই ব্যবস্থার উন্নতি নেই। শিক্ষাবিদরা করতে চাইলেও 'শিক্ষাদান—পদ্ধতি' কতটুকু উন্নত করতে পারবেন এবং তা যে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার— তা সহজেই অনুমেয়।

তবে শিশু শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে এই অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে উচ্চ শিক্ষায় ট্রায়াল মেথোডে হাত দেয়ার কারণ ছিল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বুঝি তা হল—আমলা ও মন্ত্রীদের সন্তানরা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মাঝে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে না, কাজেই সেখানে হাত দিয়ে তছনছ করতে ভাবনাচিন্তার কি আছে? কিন্তু শিশুদের তো বিদেশে পাঠানো যায় না, তাই বিদ্যমান ব্যবস্থায় নানা কুপ্রথার মধ্য দিয়ে যে ভর্তির ব্যবস্থা আছে এবং যা নিজেদের পছন্দমত ভোগ করা যায়, তাকে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তো নিজেদের সুযোগ হারিয়ে যায়— তাই শিশু শ্রেণীতে ভর্তির পরীক্ষা প্রথা বাতিল না করে উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল— কোচিং ব্যবসা ঘন্ধের নামে। কিন্তু তাতে কোচিং ব্যবসা মোটেই কমেনি। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, ফলাফল নির্ধারণ পদ্ধতি এবং তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত শিক্ষকতা পেশার মান উন্নয়ন, পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তন ছাড়া শুধু উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে কোচিং ব্যবসা যেমন বন্ধ হতে পারে না তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি হতে পারে না।

রক্তস্নাত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল— যুদ্ধকালীন সময়ে এবং পরবর্তীতে সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছিল, এক ধারার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করার যে স্বপ্ন উদ্ভাসিত হয়েছিল—তা '৭৫—এ হত্যা ক্যু এবং ২১ বছর ধরে নামে—বেনামে সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে আজ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তাই বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারিভাবে ভিক্ষা দেয়া হতো ৬০০/-। শিক্ষাদান যদি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হয়ে থাকে এবং শিক্ষা গ্রহণ যদি সব মানুষের অধিকার হয়ে থাকে, তাহলে যারা এ কাজে এগিয়ে আসবেন, যারা দেশের মেধা তৈরি করবেন, যারা ভবিষ্যৎ কর্ণধার তৈরি করবেন এবং যেখানে সবার ভিত্তি রচিত হবে—তাদের এ ধরনের অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে কি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে? উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা কি বলে? বর্তমান সরকার এ নিয়ে অবশ্যই ভাববেন।

শিক্ষাজীবন শুরুর প্রারম্ভে শিক্ষার নামে শিশুদের হাজার হাজার প্রশ্ন মুখস্থ করার মাধ্যমে তাদের মাঝে যে ভীতির সঞ্চার হয়, ভর্তি হওয়ার অযোগ্য প্রমাণিত করে তাদের যে মানসিক যন্ত্রণায় নিপতিত করা হয় তা থেকে শিশুদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।